দৈনিক বাংলা

তারিখ ...11 MAR 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ৩.....

50

তদন্ত শেষ

যশোর বোর্ড কেলেঙ্কারি ঃ সুনির্দিষ্ট তথ্য

যশোর ব্যুরো ঃ ১০ মার্চ।- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব যশোর শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি তদন্ত-শেষে শুক্রবার ঢাকা ফিরে গেছেন।

(৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ড কেলেঙ্কারি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তদন্তকালে শিক্ষকরা জানিয়েছেন, কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেছেন। কেলেংকারির আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

যুগ্মসচিব গিয়াস উদ্দিন দফায় দফায় বোর্ডের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। মাধ্যমিক স্কুলের একদল শিক্ষক তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে বোর্ডের কিছু কর্মচারী বাধা দেন। পরে অবশ্য যুগ্মসচিব বিষয়টি জানতে পেয়ে তাদের বক্তব্য শোনেন। শিক্ষকরা জানান, তারা কেলেংকারির সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছেন।

নতুন অনুমোদন পাওয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে যে রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি ঘটেছে তার প্রমাণ মেলে কিছু তথ্য থেকে। যেমন বাগেরহাটের অনুমোদন পাওয়া বাসাবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রকৃত ছাত্র ৩৭ জন। এসএসসি পরীক্ষার জন্য ১শ' ৩৭ জন আবেদন করেছে। তেমনিভাবে বেমাতা স্কুলে ৩৩ জনের স্থলে ৯৯ জন, পল্লী মঙ্গল বালিকা বিদ্যালয়ের ৩০ জনের স্থলে ১শ' ৩০ জন, কাজী আজাহার আলী স্কুলের ২৫ জনের স্থলে ২শ' ৫০ জন, ভাবনা স্কুলের ৩০ জনের স্থলে ৯৫ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার বেলগাছি বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ৯০ জন। অথচ পরীক্ষার আবেদনকারী ১শ' ৫০ জন। জগতী হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ৩০ জন। রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে ২শ' ৩৭ জন।

এ ধরনের অসংখ্য স্কুল পাওয়া গেছে, যার খাতাপত্রে যে ছাত্র-ছাত্রী আছে, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছে। এসব পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন পাওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। শিক্ষা বোর্ডের তরফে গঠিত তদন্ত কমিটি প্রকৃতপক্ষে এই কেলেংকারি বের করতে কোনই ভূমিকা রাখেনি। বরং গত কয়েকদিনে যখন ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারীদের পরীক্ষার আবেদন বাতিল করা হয়েছে, তখনই পাশাপাশি অনেক ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারীকে আবার বৈধ পরীক্ষার্থী হিসাবে বিবেচনা করে প্রিন্ট আউট পাঠানো হয়েছে বুয়েটে।